মহামারী করোনা আতঙ্কের মধ্যেই উঁকি দিচ্ছে ডেঙ্গু

বর্তমানে বিশ্বজুড়ে আতঙ্কের নাম ‘করোনা ভাইরাস’। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত এই মহামারীতে ২৭ জনের মৃত্যু হয়েছে, আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪২৪ জনে। করোনার সংক্রমণ ঠেকাতে চতুর্থ দফায় আগামী ২৫ এপ্রিল (শনিবার) পর্যন্ত সাধারণ ছুটি বাড়িয়েছে সরকার। করোনার এই রকম আতঙ্কের মধ্যেই শুরু হচ্ছে ডেঙ্গুর মৌসুম।

চলতি বছরে এখন পর্যন্ত ২৬৮ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম। গত বছর মার্চের শেষদিকে রাজধানী ঢাকায় ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। পরবর্তীতে রাজধানী ছাড়িয়ে দেশের প্রতিটি জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনসহ সরকারের বিভিন্ন সংস্থা সে সময় নানা পদক্ষেপ নিলেও পরিস্থিতি সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে, জেলায় জেলায় ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। কেবল সরকারি হিসেবেই মারা যায় ১৬৬ জন।

এখন চলতি বছরের এপ্রিলে এসে করোনা আতঙ্কের মধ্যেই উঁকি দিচ্ছে ডেঙ্গু। জানা গেছে, ডেঙ্গু ও করোনা দুটোই ভাইরাসজনিত রোগ হলেও বেশ কিছু উপসর্গ আলাদা। এমন পরিস্থিতিতে চিকিৎসকদের আলাদা প্রশিক্ষণের আওতায় আনার কথা জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। তবে সন্দেহ হলেই পরীক্ষার তাগিদ বিশেষজ্ঞদের। বলা হচ্ছে, দুটোই ভাইরাসজনিত জ্বর হওয়ায় আলাদা করা কিছুটা দূরূহ। তবে চিকিৎসকরা বলছে সহজেই তারা এই দুই জ্বরকে পৃথক করতে পারেন।
তাদের মতে, ডেঙ্গু এবং করোনার উভয় ক্ষেত্রেই মূল উপসর্গ জ্বর। গলাব্যাথা করোনায় থাকলেও ডেঙ্গুতে নেই। আবার করোনায় বমিভাব থাকলেও এই উপসর্গ নেই ডেঙ্গুতে। ডেঙ্গুতে শরীরে র্যাশ দেখা দিলেও করোনায় তা থাকে না। ডেঙ্গুর মাথা ব্যথা হয় চোখের পেছনের দিকে, করোনায় স্বাভাবিক মাথাব্যথা। ডেঙ্গুতে শরীরে প্রচন্ড ব্যথা হলেও করোনায় এই উপসর্গ থাকে না। করোনায় ক্রমে শ্বাসকষ্ট বাড়তে থাকে শুকনো কাশি, যদিও ডেঙ্গুতে তা হয় না।

এ ব্যাপারে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক আল আমিন সেতু গণমাধ্যমকে বলেন, ‘দু’টোতেই জ্বর থাকবে। এবং দুটোতেই জ্বর হাই গ্রেডে থাকে। কিন্তু অন্য উপসর্গগুলো থেকে সহজে আলাদা করা

যায়। ডেঙ্গুতে বেশি উপসর্গ থাকে। হাচি-কাশি-গলাব্যথা শুধু করোনাতে থাকে।’ এছাড়া স্বাস্থ্য অধিদপ্তর গণমাধ্যমকে জানিয়েছে, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে মেডিকেল কলেজ সবখানেই বিশেষ প্রশিক্ষণের আওতায় এনেছে তারা।

ম্যালেরিয়া ও এডিসবাহিত রোগ’র ডিএমপি ডা. আফসানা আলমগীর খান গণমাধ্যমকে বলেন, ‘চিকিৎসকরা এটা জানেনই যে করোনার উপসর্গগুলো আলাদা এবং ডেঙ্গুর উপসর্গগুলো আলাদা। তার হিস্ট্রিতে যদি থাকে সে করোনায় আক্রান্ত তাহলে তাকে সরাসরি আইসোলেশনে নিয়ে যাবে।’ তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ডেঙ্গু কিংবা করোনা যেকোনো উপসর্গেই তাদের দ্রুত পরীক্ষার আওতায় আনা জরুরি।

সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

করোনা চিকিৎসায় আশার আলো দেখাচ্ছে যে ওষুধ!

গোটা বিশ্ব এখন কাঁপছে করোনাভাইরাসের প্রকোপে। চীনের উহান থেকে ছড়িয়ে পড়া এই ভাইরাস মহামারী রূপ নিয়ে তাণ্ডব চালাচ্ছে বিশ্বজুড়ে। মৃত্যুপুরীতে পরিণত করেছে ইউরোপের দেশ ইতালি, স্পেন ও ফ্রান্সকে। আমেরিকায়ও চালাচ্ছে ধ্বংসযজ্ঞ। শিগগিরই মৃতের সংখ্যার শীর্ষে উঠবে আমেরিকা।

প্রাণঘাতী এই ভাইরাসের চিকিৎসায় এখনও কার্যকর ওষুধ বা ভ্যাকসিন মেলেনি। তবে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে, বিভিন্ন ট্রায়াল চলছে।

সম্প্রতি অ্যান্টি-ভাইরাল ওষুধ রেমডেসিভির দিয়ে ক্লিনিকাল ট্রায়াল করা হয়েছে। ট্রায়ালের প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা গেছে, রেমডেসিভির ওষুধে মারাত্মকভাবে অসুস্থ কোভিড -১৯ আক্রান্তদের চিকিৎসা করা হয়। এতে ৬৮ শতাংশ রোগীর অবস্থার উন্নতি হয়েছে, ১৫ শতাংশে অবস্থা খারাপ হয়েছে। আর ১৩ শতাংশ মারা গেছেন।
এক কথায় বলা যায়, ম্যাজিকের মতো কাজ করছে এই ওষুধ। অ্যান্টি-ভাইরাল ওই ওষুধ ‘রেমডেসিভিরে’ দুই তৃতীয়াংশ রোগীই সুস্থ হয়েছেন।

নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিন-এর এক প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে।

তবে এই গবেষণার কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে বলেও জানানো হয় এই প্রতিবেদনে।

শুক্রবার রিপোর্টে জানা গেছে, পরীক্ষার ফলাফল ‘পরামর্শ দেয় যে গুরুতর কোভিড -১৯ এর রোগীদের ক্ষেত্রে রেমডেসিভির ক্লিনিকাল সুবিধা পেতে পারে।’

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, গুরুতর কোভিড -১৯ এর ক্ষেত্রে হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের মধ্যে যারা রেমডেসিভির দিয়ে চিকিৎসা করেছিলেন, তাদের মধ্যে (ক্লিনিকাল) উন্নতি দেখা গেছে। ৫৩ রোগীর মধ্যে ৩৬ জন বা ৬৮ শতাংশ সুস্থ হয়েছেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়, কার্যকারিতা পরিমাপের জন্য রেমডেসিভির থেরাপির চলমান প্রক্রিয়া এলোমেলো। এতে প্লাসেবো নিয়ন্ত্রিত ট্রায়ালগুলোর প্রয়োজন হবে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, এই পরীক্ষায় ৮ রোগী বা ১৫ শতাংশের অবস্থা খারাপ হয়েছে। আর ৭ রোগী বা ১৩ শতাংশ মারা গেছেন।

গিলিয়েড সায়েন্সেসের পৃষ্ঠপোষকতায় এই পরীক্ষাটি চালানো হয়েছে। এটা দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২২ জন, ইউরোপ বা কানাডায় ২২ জন এবং জাপানে ৯জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়েছিল। এতে ভেন্টিলেটরের ব্যবহার বা পরিপূরক অক্সিজেন গ্রহণ করা হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রিমডেসিভির একটি ব্রড-স্পেকট্রাম অ্যান্টি-ভাইরাল ড্রাগ, যা ইবোলা, সার্স এবং এমইআরএস এর চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

সূত্র: স্পূটনিক

করোনা সন্দেহ বা আক্রান্ত হলে

যাঁদের করোনা হয়েছে নিশ্চিত বা যাঁদের হয়েছে বলে সন্দেহ, ঘরে কীভাবে তাঁদের খেয়াল রাখবেন পরিচর্যাকারী বা কেয়ার গিভাররা, সে বিষয়ে কিছু পরামর্শ থাকছে এখানে।

● দেখতে হবে আক্রান্ত ব্যক্তি যাতে যথেষ্ট বিশ্রাম পান, পুষ্টিকর খাবার খান, প্রচুর পানি আর তরল পান করেন।

● একই ঘরে যখন সেবা কাজে, তখন মেডিকেল মাস্ক পরবেন দুজনে। হাত দিয়ে মাস্ক ধরবেন না। মুখে হাত দেবেন না। কাজ শেষে মাস্ক ফেলে দেবেন ময়লার ঝুড়িতে।

● বারবার হাত ধোবেন সাবান পানি দিয়ে বা স্যানিটাইজার দিয়ে: অসুস্থ ব্যক্তির সংস্পর্শে বা এর চারপাশের সংস্পর্শে এলে খাবার তৈরির আগে, খাবার খেতে বসার আগে ও টয়লেট ব্যবহারের পর।

● অসুস্থ মানুষের জন্য আলাদা বাসনপত্র, তোয়ালে, বিছানার চাদর—এসব জিনিস সাবান দিয়ে ধুতে হবে। অসুস্থ ব্যক্তি যা যা হাত দিয়ে স্পর্শ করবেন, সেগুলো বারবার জীবাণু শোধন করুন।

● অসুস্থ ব্যক্তির অবস্থা শোচনীয় হলে বা শ্বাসকষ্ট হলে স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্রে ফোন করুন।

সূত্র: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

মুজিবনগরে বক্স সিস্টেম ব্যাবস্থাপনায় বসেছে ৬টি হাট

করোনার সংক্রমণ রোধে মুজিবনগরে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার লক্ষ্যে বক্স সিস্টেম ব্যাবস্থাপনায় উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে বসেছে ৬ টি হাট।
গতকাল শুক্রবার হাটের দিন মুজিবনগর উপজেলার ভবরপাড়া, বাগোয়ান,

ত্রাণের দাবি নিশ্চিন্তপুরের কর্মহীন ৫০ পরিবারের

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ডের অন্তরভুক্ত একটি পাড়ার নাম নিশ্চিন্তপুর। করোনা ভাইরাসের কারনে গত ২৪ মার্চ থেকে মেহেরপুরকে অঘোষিত লক ডাউন করা হয়েছে। এর পর থেকে প্রায় সব ধরনের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেছে।

এতে বিপাকে পড়েছে নিশ্চিন্তপুরের প্রায় ৫০টি পরিবার। কাজ না থাকায় কখনো অনাহারে আবার কখনো অর্ধাহারে দিন পার করছে। এখনো পর্যন্ত সরকারি বা বেসরকারি কোন ভাবেই কোন ত্রাণ সামগী পাইনি কেউ।

নিশ্চিন্তপুর গ্রামের লাল চাঁদ, শফিকুল, সাহারুল, নাইম, বজলু, হাসেমআলী সহ অনেকেই জানান, আমরা দিনমজুরের কাজ করে কোন রকম সংসার চালায়। কিন্তু করোনার ভয়ে বাইরে বেরুতে পারছিনা। আমাদের ঘরে গচ্ছিত কোন খাবার নেই। পরিবার নিয়ে মানবেতর দিন পার করছি। এভাবে চলতে থাকলে আমাদের না খেয়ে মরতে হবে।

৬ নং ইউপি সদস্য ঘেন্টু মিয়া জানান, আমাদের এ পর্যন্ত প্রায় ২৫ জনকে ত্রাণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু চাহিদা অনেক। সবাইকে দিতে পারছি না। তাছাড়া সরকারি ভাবে খুবএকটা বেশি ত্রাণ আসছেও না।

কুষ্টিয়ায় করোনা উপসর্গ নিয়ে

একজনের মৃত্যু: নমুনা সংগ্রহ

কুষ্টিয়ার সদর উপজেলার মৃত্তিকাপাড়া জ্বর-শর্দি ও শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হয়ে আশরাফুল ইসলাম (৪৫) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

তিনি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত কিনা তা পরীক্ষার জন্য মরদেহ থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে সদর উপজেলার মৃত্তিকাপাড়াস্থ তার নিজ বাড়ীতে তিনি মারা যান।

কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা. এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, যশোর থেকে কুষ্টিয়ায় আসা আশরাফুল ইসলাম নামের একজন জ্বর-শর্দি ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে শুক্রবার বিকেলে মারা গেছে বলে খবর পাওয়া যায়।

এমন খবর পেয়ে ঐ ব্যক্তি করোনা ভাইরাস পজেটিভ কিনা তা পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। নমুনা পরীক্ষার জন্য ঢাকায় আইসিডিআর এ পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট আসলে নিশ্চিত করা যাবে ঐ ব্যক্তি করোনা পজেটিভ ছিলো কিনা।

এদিকে শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে কুমারখালী উপজেলার শিলাইদহ ইউনিয়নের দুটি গ্রাম লকডাউন করেছে উপজেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটি।

কুমারখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাজীবুল ইসলাম খান জানান, ঢাকা ও নারায়নগঞ্জ থেকে বেশ কয়েকজন এই দুই গ্রামে আসার কারণে দুটি গ্রামকে লকডাউন করা হয়েছে।

জরুরী পরিসেবা হিসাবে কেবল

টিভি কে বিবেচনা করা উচিত

করোনা ভাইরাস সংক্রমণরোধে সরকার ঘোষিত ছুটির মধ্যে যেসব খাত এর আওতার বাইরে থাকবে, সেই তালিকায় ইন্টারনেট পরিসেবার নাম থাকলেও নাম নেই কেবল টিভি পরিসেবার।

বর্তমান দুর্যোগ মোকাবেলায় সরকার ঘোষিত ছুটিতে ইন্টারনেট সেবায় নিয়োজিত যানবাহন এবং কর্মীদের যাতায়াতের অনুমতি দিয়ে এবার পরিপত্র জারি করেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয় স্বাক্ষরিত পরিপত্রটি বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) জারি করা হয়েছে।

পরিপত্রে করোনা ভাইরাস সংক্রমণরোধে সরকার ঘোষিত ছুটির মধ্যে যেসব খাত এর আওতার বাইরে থাকবে, সেই তালিকা দেয়া হয়েছে।

পরিপত্রে বলা হয়, করোনাভাইরাস প্রতিরোধের লক্ষ্যে সরকার ষোষিত সাধারণ ছুটি এবং জনস্বার্থে চলাচল ও গমনাগমনে নিষেধাজ্ঞা অথবা নিয়ন্ত্রণ ও নিবৃত্তিমূলক যে কোনো ব্যবস্থাকালে জরুরি সেবা ও সরবরাহ-শৃঙ্খলা যথাসম্ভব স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে নিম্নোক্ত পরিসেবাসমূহ যথারীতি চালু থাকবে-

* জরুরি পরিসেবা যেমন- বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, ফায়ার সার্ভিস, পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, টেলিফোন ও ইন্টারনেট এবং এতদসংশ্লিষ্ট সেবা কাজে নিয়োজিত যানবাহন ও কর্মী।

* চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত এবং ওষুধসহ চিকিৎসা সরঞ্জমাদি বহনকারী যানবাহন ও কর্মী।

* ওষুধ-শিল্প সংশ্লিষ্ট যানবাহন ও কর্মী, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী, খাদ্যদ্রব্য, শিশুখাদ্য, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য এবং পশুখাদ্য পরিবহন কাজে নিয়োজিত যানবাহন ও কর্মী।

* কৃষিপণ্য, সার, কীটনাশক, জ্বালানি ইত্যাদি পণ্য পরিবহন কাজে নিয়োজিত যানবাহন ও কর্মী।

* কৃষিপণ্য উৎপাদন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের উৎপাদন, দুগ্ধ-পণ্য উৎপাদন, খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনসহ জীবনধারণের মৌলিক পণ্য উৎপাদন ও পরিবহন কাজে নিয়োজিত যানবাহন ও কর্মী।

* উপরোক্ত পরিসেবা সংশ্লিষ্ট রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত যানবাহন ও কর্মী।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাধারণ ছুটি/সাপ্তাহিক ছুটি এবং জনস্বার্থে চলাচল ও গমনাগমন নিষেধাজ্ঞা অথবা নিয়ন্ত্রণ ও নিবৃত্তিমূলক যে কোনো ব্যবস্থা সংক্রান্ত জারিকৃত নির্দেশনাসমূহ যথারীতি বলবৎ থাকবে বলে পরিপত্রে জানানো হয়েছে। সূত্র- সময় জার্নাল

বিএনপি নেতা জাকিরের ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সদস্য ও পিচ এম্বাসেডর জাকির হোসেন এর উদ্যোগে ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত রয়েছে। শুক্রবার মেহেরপুর শহরের প্রায় ৩০টি পরিবারের হাতে ব্যক্তিগত ভাবে ত্রাণ খাদ্য সামগ্রী পৌছে দেন।

মেহেরপুর জেলা যুবদলের সদস্য ও ৫ নং ওয়ার্ড যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম মনি এই ত্রাণ সামগ্রী বাড়ি বাড়ি গিয়ে পৌছে দেন।

অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত থাকবে বলে জানান জাকির হোসেন।

দেশে ২৪ ঘণ্টায় করোনায় ৬ জনের

মৃত্যু: আইইডিসিআর

করোনাভাইরাস সংক্রমিত কোভিড-১৯ রোগে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে সংক্রমণ কমেছে। তবে বেড়েছে মৃত্যুর হার। নতুন করে করোনাভাইরাসে ৯৪ জন আক্রান্ত হয়েছেন এবং মারা গেছেন ৬ জন। এর আগে গতকাল শনাক্ত হয়েছিল ১১২ জন। তার আগের দিন শনাক্ত হয় ৫৪ জন।

আজ শুক্রবার দুপুর আড়াইটায় মহাখালী থেকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন স্বাস্থ্য বুলেটিনে করোনাভাইরাসের সর্বশেষ তথ্য জানিয়েছে জাতীয় রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)।

ব্রিফিংয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক প্রফেসর ডা. সানিয়া তাহমিনা বলেন, ‘গত ২৪ ঘণ্টায় আমাদের পরীক্ষা হয়েছে ১ হাজার ১৮৪টি। এ পর্যন্ত ৭ হাজার ৩৫৯টি পরীক্ষা করেছি।’

পরে আইইডিসিআর পরিচালক মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা বলেন, ‘আমরা গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন সংক্রমণ পেয়েছি ৯৪ জনের মধ্যে। সর্বমোট সংক্রমণের সংখ্যা ৪২৪ জন।’

দেশে ২৪ ঘণ্টায় আরও ৯৪ করোনা রোগী শনাক্ত

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৯৪ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত করা হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৪২৪ জনে।

শুক্রবার দুপুরে সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) পক্ষ থেকে নিয়মিত অনলাইন সংবাদ ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানানো হয়।